ইতিহাসের বোবাকান্না

জহির উদ্দিন বাবর

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, যান্ত্রিক উপায়ে কোনো প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন দেশীয় ও ইসলামী আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

অর্পণ

মাওলানা গোলাম কাদির

আমার শিক্ষক

আমার লেখালেখির প্রথম প্রেরণা

লেখকের কথা

প্রতিবেশী দেশ ভারতে সফরের সুযোগ হয় গত মার্চে। ভ্রমণকাহিনি লিখব এমনটা পরিকল্পনায় ছিল না। কারণ ভারতে ভ্রমণের কাহিনি অনেকেই লিখেছেন, আমি আর নতুন করে কী লিখব! কিন্তু সফর থেকে ফেরার পর ঘনিষ্ঠ কিছু মানুষ ভ্রমণকাহিনি লিখতে পীড়াপীড়ি করেন। তাদের বক্তব্য, আপনার দেখা ও অন্যদের দেখা তো এক নয়, কিছুটা হলেও ভিন্নতা থাকবে। প্রথমে ভেবেছিলাম কোনো পত্রিকায় কয়েক পর্বে লিখব। কিন্তু লিখতে বসে দেখলাম কলেবর বেড়ে যাচ্ছে। পরে বই করারই সিদ্ধান্ত নিলাম।

বইটিতে ভ্রমণবৃত্তান্তের পাশাপাশি ইতিহাসের হালকা একটি চিত্রও আঁকার চেষ্টা করা হয়েছে। ইতিহাসের তথ্যগুলো বিভিন্ন বইপত্র ও ইন্টারনেট ঘেঁটে যোগ করা হয়েছে। কোনো ভুল বা অসংলগ্নতা থাকা অস্বাভাবিক নয়। ভারতবর্ষ প্রায় হাজার বছর শাসন করেছেন মুসলমানরা। বিশাল এই ভূখণ্ডে মুসলিম ঐতিহ্যের স্মৃতিচিহ্নগুলো আজও কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তবে এর আড়ালে চাপা পড়ে আছে শাসক জাতি কীভাবে শোষিত জাতিতে পরিণত হয়েছে এর করুণগাঁথা। ইতিহাসের সেই বোবাকান্নাগুলোই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে বইটিতে।

বইটি লেখার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন আমার দুই সফরসঙ্গী ও ঘনিষ্ঠতম বন্ধু মাওলানা মুসলেহ উদ্দীন রাজু ও মুফতি এনায়েতুল্লাহ। বইটি একবার দেখে দিয়ে এবং লিখতে উদ্বুদ্ধ করে কৃতজ্ঞতার ডোরে আবদ্ধ করেছেন সহযোদ্ধা মুনীরুল ইসলাম। আগ্রহ নিয়ে বইটি প্রকাশ করায় কৃতজ্ঞতা *রাহনুমা প্রকাশনী*র। বিশেষ কৃতজ্ঞতা মাহমুদ ভাইয়ের। তথ্যগত বা ঐতিহাসিক বিবরণে কোথাও কোনো ভুল বা অসঙ্গতি ধরা পড়লে অবশ্যই জানাবেন, রইল আগাম কৃতজ্ঞতা।

জহির উদ্দিন বাবর
পুরানা পল্টন, ঢাকা
৫ অক্টোবর ২০১৮

সূচিপত্র

এক

শুরুর গল্প ও কলকাতা পর্ব

প্রতিবেশী রাষ্ট্রটির প্রতি আমাদের আকর্ষণ–১৫
তিন কারণে ভারতমুখি–১৬
সোনার হরিণ ভারতীয় ভিসা–১৮
তবুও কাটছিল না জটিলতা–২০
অবশেষে যাত্রা–২১
পাশের বাড়ি কলকাতায়–২২
মন খারাপের একটি সংবাদ–২৪
কলকাতার পথে পথে–২৫
'মমতাময়ী' মমতা–২৬
কেমন আছেন পাশের বাড়ির মুসলমানরা!–২৮
নাখোদা মসজিদে–২৯
ব্যস্ততম হাওড়া ব্রিজে–৩২
নিউমার্কেট যেন এক টুকরো বাংলাদেশ–৩৩
কলকাতায় একবেলার ঘোরাঘুরি–৩৫
পশ্চিমবঙ্গের 'তাজমহলে'–৩৬

দুই

রাজধানী দিল্লিতে

রোড টু দিল্লি–৪১
'লাড্ডু' কা শহর–৪২
হালাল খাবারের বিড়ম্বনা–৪৪

নতুন হোটেলের সন্ধানে–৪৬
দিল্লির আধ্যাত্মিক সম্রাট–৪৭
উত্তাপ ছড়ানো ঈমানি আন্দোলন–৪৯
তাবলিগের প্রাণকেন্দ্রে–৫১
দেশের আবহ বিদেশে–৫২
মুসলিম শাসনের আলোকিত হাজার বছর–৫৩
মুসলিম শাসকদের প্রাণকেন্দ্র–৫৫
মুসলিম স্মৃতিচিহ্নে অবজ্ঞার ছোঁয়া!–৫৭
শত বছরের ঐতিহ্যবাহী খাবারের স্বাদ–৬১
লালকেল্লা : হাসিকান্নায় ভরা এক দাস্তান–৬৩
সন্ধ্যায় অপরূপ ইন্ডিয়া গেট–৬৭
মেট্রোরেলে চড়ার অভিজ্ঞতা–৬৯

তিন
কীর্তিগাথা আগ্রা ও অন্যান্য
আগ্রার পথে–৭৩
মুঘল সাম্রাজ্যের রাজধানীতে–৭৫
'তাজমহল দেখেছে-দেখেনি দুই ভাগে বিভক্ত বিশ্ববাসী'–৭৬
পর্যটকের মিছিলে–৭৮
শাশ্বত প্রেমের অপরূপ সৌধে–৮০
তাজমহলকে বিতর্কিত করার অপপ্রয়াস!–৮২
তাজমহল নিয়ে মিথের শেষ নেই!–৮৪
মুঘল শাসকদের অন্দরমহলে–৮৫
মুসলিম ঐতিহ্যের স্মারক কুতুব মিনারে–৮৯

চার
চেতনার আঙিনায়
ভারতীয় ট্রেনে চড়ার বিরল অভিজ্ঞতা–৯৫
যে মাটির স্পর্শ শিহরণ জাগায়–৯৮
স্বপ্নের দারুল উলুম দেওবন্দে–১০১

বাংলাদেশি ছাত্রদের সঙ্গে কিছুক্ষণ–১০৫
বরকতি দস্তরখানে–১০৮
মাকবারায়ে কাসেমিতে–১১১
দারুল উলুম ওয়াকফে–১১৫

পাঁচ

আকাবিরের স্মৃতিচিহ্নে

‘মাওয়াজেয়ে খামসা’র সন্ধানে–১২১
ভারতের জালালাবাদে–১২৩
হৃদয়ে থানাভবন–১২৬
একজীবনে এতো কীর্তি!–১২৮
হাকীমুল উম্মতের কবরের পাশে–১৩০
রশীদ আহমদ গাঙ্গুহি রহ.–এর স্মৃতির খোঁজে–১৩২
আবার দারুল উলুম দেওবন্দে–১৩৬
বিদায় দেওবন্দ–১৩৯
আবার কলকাতায়–১৪০
দেশে ফিরেই মন খারাপ করা দৃশ্য–১৪৩

প্রতিবেশী রাষ্ট্রটির প্রতি আমাদের আকর্ষণ

মক্কা-মদীনার পর আমাদের অনেকের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণের জায়গা হলো প্রতিবেশী দেশ ভারত। আমার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রিয়নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্মৃতিবিজড়িত দেশ সফরের তাওফিক আল্লাহ বেশ কয়েক বছর আগেই দিয়েছেন। কিন্তু তিন দিক থেকে ঘিরে রাখা বহু বৈচিত্র্যের প্রতিবেশী দেশটিতে আর যাওয়া হয়ে উঠেনি। একটা আক্ষেপ ছিল সবসময়ই। ভারত ঘুরে এসে কিংবা সেখান থেকে পড়াশোনা করে এসে অনেকেই যখন গল্প করত তখন মুগ্ধ হয়ে তা শুনতাম। দিন দিন বাড়ির পাশের এই রাষ্ট্রটির প্রতি আকর্ষণ শুধু বেড়েছেই।

এই আকর্ষণের বিভিন্ন কারণ আছে। প্রথমত আমরা যারা কওমি মাদরাসায় পড়াশোনা করেছি তাদের কাছে ভারত খুবই পরিচিত একটি জায়গা। কারণ কওমি মাদরাসার গোড়া তথা দারুল উলুম দেওবন্দ সেখানে অবস্থিত। আমাদের দেশে ইলম আসার বড় একটি সূত্র ভারত। দেওবন্দসহ ভারতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করে এসেছেন এমন আলেমের সংখ্যা হাজার হাজার। যাদেরকে আমরা আমাদের পূর্বসূরি হিসেবে মানি তাদের বড় অংশটি ভারতের। আমরা যাদের কিতাবাদি পড়েছি এর বেশির ভাগ ভারতীয় আলেমদের লেখা। এই ভারত প্রায় হাজার বছর শাসন করেছেন মুসলিম শাসকেরা।

ভারত-পাকিস্তানসহ একসময় আমরা একই দেশের বাসিন্দা ছিলাম। ধর্ম, সংস্কৃতি ও আচরণগত বিপুল বৈচিত্র্য থাকলেও অখণ্ড ভারত ছিল একটি শক্তিশালী দেশ। অভিশপ্ত ইংরেজদের রাহুগ্রাসে পতিত না হলে

অখণ্ড ভারত হতো এশিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র। সুপার পাওয়ারের তালিকায় থাকত ভারতের নাম। ১৯৪৭ সালে বিভাজনের শিকার হওয়ায় আমরা ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। পাকিস্তান নামে আলাদা দেশ হয়, আমরা পড়ি পূর্ব পাকিস্তানে। ১৯৭১ সালে স্বাধীন হয়ে আমরা আলাদা রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করি। যে দেশটি একসময় আমাদের ছিল সে দেশে এখন পাসপোর্ট-ভিসা নিয়ে যেতে হয়—এটা আমাদের জন্য বড় আক্ষেপের। তবুও বাস্তবতা মেনে নেয়া ছাড়া আর করার কী আছে!

ভারতের প্রতি আকর্ষণের আরেকটি কারণ হলো পৃথক হয়ে যাওয়া তিন ভাইয়ের মধ্যে আয়তন ও সামর্থ্যের দিক থেকে তারা অনেক এগিয়ে। এ জন্য 'বড়ভাইসুলভ' একটা আচরণ সবসময়ই করে থাকে দেশটি। ভারতপন্থী আর বিরোধী এই দুই ভাগে বিভক্ত আমাদের দেশের রাজনীতি। আমরা চাই আর না চাই ভারত সবসময়ই আমাদের ওপর 'দাদাগিরি' করে থাকে। তবে পাকিস্তানের সঙ্গে 'দা-কুমড়ার' সম্পর্ক থাকলেও বাংলাদেশের সঙ্গে বরাবরই ভারতের সম্পর্ক ভালো। তারা তাদের প্রয়োজনেই আমাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখে। আর আমরাও 'বড়ভাই' হিসেবে তাদেরকে যতটুকু সম্মান দেয়ার তাতে কখনও কার্পণ্য করি না। বিশেষ করে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারত আমাদের দেশের প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় ও খাবার দিয়েছে। সে কৃতজ্ঞতাবোধ থেকে আমরা ভারতকে সবসময়ই 'মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি' দিয়ে দিতে প্রস্তুত থাকি।

তিন কারণে ভারতমুখি

আমাদের দেশ থেকে লোকজন সাধারণত তিন কারণে ভারতে যায়। বেশির ভাগ যায় টুরিস্ট ভিসায়। বিশাল আয়তনের বৈচিত্র্যময় এই দেশটিতে ঘোরার মতো জায়গার কোনো অভাব নেই। মাসের পর মাস ঘুরলেও পুরো ভারত যথাযথভাবে দেখা সম্ভব হবে না। আমাদের দেশে যারা একটু সামর্থ্যবান তাদের দেশের বাইরে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার ক্ষেত্রে পছন্দের তালিকায় প্রথমেই থাকে ভারত। কারণ এখানে দেখার মতো অনেক কিছু আছে এবং অন্যান্য দেশের তুলনায় খরচও কম। এ

জন্য আমাদের দেশ থেকে টুরিস্ট ভিসায় বেশি লোকজন ভারতে যায়। এমনকি ভারতে বিদেশি পর্যটকদের তালিকায় এখন বাংলাদেশ দ্বিতীয় অবস্থানে চলে এসেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পর বাংলাদেশিরা বেশি ভারতে ঘুরতে যায়। ভারতের আয়ের একটি বড় উৎস পর্যটন খাত। সুতরাং তাদের অর্থনীতির চাকা সচল রাখেন আমাদের দেশের পর্যটকেরা।

আমাদের দেশের অনেক লোক চিকিৎসা করাতেও ভারতে যায়। ভারতের চিকিৎসার একটা নামডাক আছে। প্রথমত সেখানকার চিকিৎসকরা দক্ষ এবং আন্তরিক। রোগ সহজেই নির্ণয় করতে পারে এবং রোগীকে অহেতুক হয়রানি করে না। আমাদের দেশের চিকিৎসকদের ওপর রোগীদের আস্থা কম। এখানেও অনেক দক্ষ চিকিৎসক আছেন কিন্তু নানা কারণে তাদের ওপর রোগীরা ভরসা করতে পারে না। এ জন্য পাশের দেশ ভারতে চলে যায় চিকিৎসা করাতে। বিশাল এই দেশটির বিভিন্ন রাজ্যে নামকরা হাসপাতাল আছে। অনেকে অনলাইনে যোগাযোগ করে ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে চলে যায়। সেখানে নেই বাহুল্য কোনো টেস্ট, অহেতুক কোনো ওষুধ কিংবা ডাক্তারের বাজে কোনো আচরণ। এ জন্য ভারতে চিকিৎসা করিয়ে তৃপ্ত হয়নি এমন লোক খুব কমই পাওয়া যাবে।

আরেকটি শ্রেণি ভারতে যায় পড়াশোনা করতে। তবে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিতদের ভারতে যাওয়ার পরিমাণটা কম। এক্ষেত্রে এগিয়ে মাদরাসা শিক্ষার্থীরা। যারা কওমি মাদরাসায় পড়েন তাদের বেশির ভাগের স্বপ্ন থাকে বিশ্ববিখ্যাত দারুল উলুম দেওবন্দে পড়াশোনা করা। এছাড়াও দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়, মাজাহিরুল উলুম সাহারানপুরসহ বিভিন্ন মাদরাসা ও ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে যায় বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা। ভিসা জটিলতার কারণে এখন এই পরিমাণটা সীমিত হলেও একটা সময় ভারতে পড়তে যেতেন অসংখ্য মাদরাসাপড়ুয়া। যারা সেখান থেকে পড়ে আসেন তাদের আলাদা গুরুত্ব দেয়া হয় আমাদের দেশে। বিশেষ করে দেওবন্দ ফেরত মাওলানাদের কদর বরাবরই অসম্ভব রকমের।

এছাড়া ব্যবসায়িক কারণেও অনেকেই ভারতে সফরে যায়। বিশেষ করে কলকাতার সঙ্গে আমাদের ব্যবসায়ীদের নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। অনেকে নিয়মিত কলকাতায় যাতায়াত করেন। সেখানকার পণ্য এনে বাংলাদেশে বিক্রি করেন।

সোনার হরিণ ভারতীয় ভিসা

ভারতে যাওয়ার ভিসা সোনার হরিণ হাতে পাওয়ার মতোই। চাইলেই ভারতীয় ভিসা পাওয়া যায় না। এক সময় এই ভিসা পাওয়াটা ছিল আরও জটিল। তবে এখন আগের চেয়ে অনেক স্বাভাবিক হয়েছে। নিয়ম-কানুনও আগের চেয়ে অনেক সহজ করেছে। তবুও প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ ভিসা না পেয়ে ব্যর্থ মনোরথে ফিরে আসছে। কী কারণে ভিসা পাচ্ছে না সেটাও জানার সুযোগ নেই। দূতাবাসের লোকেরা মনে চাইলে ভিসা দেবে, না চাইলে দেবে না–এটা নিয়ে কারও কোনো কিছু জিজ্ঞেস করারও সুযোগ নেই। এ জন্য ভারতীয় ভিসা পেতে হলে ভাগ্যের জোর লাগে। অনেকে আবার একাধিকবার চেষ্টা করে ভারতীয় ভিসা লাভ করে।

ভারতে যাওয়ার ইচ্ছাটা মনের মধ্যে পুষে বেড়াচ্ছি বেশ কয়েক বছর ধরে। তবে ভিসার জটিলতার কথা শুনলেই থেমে যেতাম। দালাল ধরে সহজে ভিসা পাওয়া যায় এই খবরে কয়েকবার খোঁজখবর নিয়েছি। তবে এত টাকা খরচ করে দালাল ধরে ভারত সফর এটা মন সায় দেয়নি। সম্প্রতি ভিসার প্রসেস সহজ করা এবং ভিসা দেয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়ার খবরে আশায় বুক বাঁধি। ভারত গেছেন কিংবা ভিসা পেয়েছেন এমন অনেকের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথাও বলি। এক্ষেত্রে বিশেষ সহযোগিতা পাই বন্ধু মাওলানা আবদুল গাফফার রানার কাছ থেকে। তিনি অনেকবার ভারত গিয়েছেন। তার অভয় বাণী পেয়ে কিছুটা আশায় বুক বাঁধি। তিনি নিজেই পরিচিত একটি হাউজ থেকে ভিসার জন্য আবেদনের কার্যক্রম সেরে দেন।

ই-টোকেন নিয়ে একদিন দুরুদুরু মনে সাতসকালে হাজির হলাম গুলশানে ভারতীয় ভিসা সেন্টারে। ভারতীয় ভিসা পাওয়ার জন্য এত দীর্ঘ লাইন হতে পারে সেটা আমার কল্পনাতেও ছিল না। বাংলাদেশ থেকে এত

লোক ভারতে যায় সেটা আগে কখনও ভাবিনি। সুদীর্ঘ লাইন দেখে আমি অনেকটা হতাশ হয়ে গেলাম। মনে মনে ভাবলাম, এই লাইনে দাঁড়িয়ে কাগজপত্র জমা দিতে দিতে বেলা শেষ হয়ে যাবে। তাছাড়া কয়েক ঘণ্টা ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার মতো ধৈর্যও আমার নেই।

মনে মনে ভাবছি, একটু দেখে ফিরে যাব। এত কষ্ট করে ইন্ডিয়া যাওয়ার দরকার নেই! এর মধ্যেই এক দালাল এসে অফার দিল, আপনাকে লাইনের একদম সামনে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেব, তিনশ টাকা দিতে হবে। কোনো কিছু না ভেবেই রাজি হয়ে গেলাম। বললাম, নিয়ে চলো। কিন্তু সে টাকা অগ্রিম চাইল। কিছুটা সন্দেহ হলো। তবুও দিলাম, ভাবলাম তিনশ টাকা ধরা খাইলে খাব, অভিজ্ঞতা তো হবে!

দালাল লোকটি একদম সামনে না হলেও কয়েকজনের পেছনে নিয়ে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিল। সেখানে আগে থেকে তাদের একজনকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। তাকে সরিয়ে আমাকে লাইনে ঢুকিয়ে দিল। বুঝলাম এখানে তারা কীভাবে লাইন ধরাতেও ব্যবসা করে যাচ্ছে। তবুও মনে মনে খুশি, যাক অন্তত ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকা থেকে তো বাঁচলাম! পাসপোর্ট ও ভিসা করাতে গিয়ে দালাল প্রথাটি আমার কাছে খুব খারাপ মনে হলো না। আমি জেলা শহর থেকে পাসপোর্ট করিয়েছি মাত্র ১০ মিনিট সময় ব্যয় করে। কয়েকটি স্বাক্ষর আর ছবি তোলার জন্য যেতে হয়েছে, বাকি সব কাজ দালালই করে দিয়েছে। এমনকি আমার এলাকার চেয়ারম্যানের সার্টিফিকেটটি পর্যন্ত দালালই যোগাড় করে দিয়েছে। এসব কাজের বিনিময়ে তাকে হাজার-দেড়েক টাকা অতিরিক্ত দিতে খুব বেশি খারাপ লাগেনি।

যাক, দালালের সহযোগিতায় খুব অল্প সময়েই ভিসার জন্য আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারলাম। ভিসার জন্য আবেদন করলেও আমি মোটামুটি ধরেই নিয়েছিলাম আমাকে ভিসা দেবে না। কেন দেবে না এর পক্ষে জোরালো কোনো কারণ নেই, তবুও মনে হচ্ছিল এমনিতেই আমি ভিসা পাব না। আমার আগেই ছয় মাসের ভিসা পেয়েছেন মুফতি এনায়েতুল্লাহ ভাই। আর মুসলেহ উদ্দীন রাজু ভাই পেয়েছেন এক বছরের ভিসা। আমরা তিনজন একসঙ্গে ভারত যাব সে পরিকল্পনা অনেক দিনের।

দু'জনের ভিসা হয়ে গেছে, আমারটাই বাকি, এ জন্য ভয়টা বেশি ছিল। এদিকে এনায়েত ভাই ইন্ডিয়ান দূতাবাসের একটি সূত্র দিয়ে আমার টোকেন নাম্বার নিয়ে সুপারিশও করিয়েছেন। তিনি বারবার আশ্বস্ত করছিলেন, তবুও আমার ভয় কাটছিল না।

নির্ধারিত সময়ের কয়েক দিন পর ম্যাসেজ পেলাম ভারতীয় ভিসা সেন্টারের। ভিসা না হলেও যেতে হবে, কারণ পাসপোর্ট আনতে হবে। সেদিনও আগের মতোই বিশাল লাইন। এত বড় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা ধৈর্যে কুলাল না। পদ্ধতি সে আগেরটাই। দালালকে দুইশ টাকা দিয়ে লাইন ক্রস করে ভিসা সেন্টারের ভেতর ঢুকলাম। যখন দূতাবাসের কর্মকর্তা টোকেন দেখে পাসপোর্টটি বের করছিলেন তখন অন্তরটা দুহুরমুহুর করছিল। ভিসা হবে না, পাসপোর্ট ফাঁকা থাকবে এমন একটা শঙ্কা কাজ করছিল। তবুও কাঁপা কাঁপা হাতে পাসপোর্টটি গ্রহণ করে পাশের সোফায় বসে ভেতরে নজর বুলালাম। আলহামদুলিল্লাহ, পাসপোর্টে ভিসা লেগেছে। অনুমতি মিলেছে ছয় মাসের। এবার তাহলে ভারত সফরের স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে, সেটা ভেবে ভালোলাগার অন্যরকম অনুভবে মনটা ফুরফুরে হয়ে উঠল।

তবুও কাটছিল না জটিলতা

আমরা ভারত সফরে যাব তিনজন। মুফতি এনায়েতুল্লাহ, সে সময়ের বাংলানিউজের সিনিয়র নিউজরুম এডিটর। এখন অবশ্য বার্তা টোয়েন্টিফোর ডটকমে। তিনি বাংলাদেশ ইসলামী লেখক ফোরামের প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি, আমি তখন সাধারণ সম্পাদক। মুসলেহ উদ্দীন রাজু, সিলেট গহরপুর জামিয়ার প্রিন্সিপাল, বেফাকের সহসভাপতি। আমাদের সম্পর্ক প্রায় এক দশকের। নিজ নিজ ক্ষেত্রে আমরা তিনজনই ব্যস্ত। একসঙ্গে তিনজনের সময় বের করা অনেকটা কঠিন। তবুও সিদ্ধান্ত হলো ২০১৭ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকে আমরা ইন্ডিয়া যাচ্ছি। সে হিসেবে আমি অফিসে ছুটি জমিয়ে প্রস্তুতও হলাম। কিন্তু দেখা দিল জটিলতা। মাত্র কয়েক দিন আগে মালয়েশিয়া সফর করে এসেছেন মুফতি এনায়েত ভাই। এই মুহূর্তে তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব না।